দৈনিক জনকণ্ঠ
97
তারিখ ... MAY 23 1999 ... ...
পৃঃ ১০ কলাম ৭

বন্ধ জগন্নাথ কলেজ খুলবে কবে?

দলীয় ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে মিছিল-মিটিং করে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হামলা চালায়, চাঁদাবাজি করে, হল দখল করে, ফাও খায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় জোর জবরদস্তি, হানাহানি যা-ই হোক না কেন নিজের ও দলের ষোলোকলা পূর্ণ করতে ক্যাডারদের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু ইদানীং ক্যাডাররা ছাত্র রাজনীতির নামে ক্যাম্পাসের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, নির্বোধ, অশিক্ষিত ও সন্ত্রাসী জেনারেশন তৈরির জন্য শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, সমঝোতায় পৌঁছেছে। দলীয় কোন্দল, রেষারেষি ভুলে নকল ছাত্রছাত্রী তৈরির মহড়ায় নেমেছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঁচিশ ভাগ অযোগ্য ও দলীয় ক্যাডার শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর জন্য তারা তুল কালাম কাণ্ড ঘটিয়েছে।

ক্যাডার কালচার

প্রিন্সিপালের ওপর অমানুষিক হামলা চালিয়েছে, প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কথা বলছি। দেশের সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এটি। পুরনো ঢাকায় অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি বিগত সরকারের আমলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হবে বলে ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু তা এখনও বাস্তবের মুখ দেখেনি। অদূর ভবিষ্যতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যাল হবে কিনা তা কেবর বিধাতাই জানেন। যা হোক, বলছিলাম প্রতিবছর প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী জগন্নাথে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানটিতে ভর্তি সংক্রান্ত অনিয়ম, দুর্নীতির অন্ত নেই। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাথে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ অছাত্র, নকলবাজদের এখানে ভর্তির সৌভাগ্য (!) হয় কখনও প্রক্সিম্যান, কখনওবা ক্যাডারদের সহায়তায়। বিশেষ করে প্রতিবছর ভর্তি মৌসুমে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ক্যাডাররা একজোট হয়ে ২৫% ভর্তির কোটা তাদের চেলা-চামচাদের জন্য সংরক্ষণ করে। তাছাড়া ভর্তি ফরম বিক্রি করে ক্যাডাররা লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় বলে জানা গেছে। কিন্তু এ বছর দেখা দিল যতসব বিপত্তি। কর্তৃপক্ষ ক্যাডারদের ভর্তি কোটা দানে অপারগতা প্রকাশ করে, এতে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন বিভাগীয় দফতরে হামলা করে। ব্যাপক ভাংচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তারপরও কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং ভর্তি প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন করে। শেষমেষ কোটা লাভে ব্যর্থ হয়ে গত ১০ মে ক্যাডাররা কলেজের প্রিন্সিপালকে আক্রমণ করে। সন্ত্রাসী, ক্যাডারদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ১৩ মে গ্রীষ্মের ছুটির কথা বলে তিনি এক মাসের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন। ক্যাডারদের এই সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে কলেজের প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষক ঐ দিন মৌন মিছিল বের করেন। তাঁরা সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেন।

ভর্তির মৌসুম ছাড়াও পরীক্ষার সময় জগন্নাথে ক্যাডারদের তুমুল উৎপাত শুরু হয়। টাকার বিনিময়ে যে কাউকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাসের নিশ্চয়তা দেয় ক্যাডাররা। তারপর ভাড়া করা প্রক্সিম্যানদের দিয়ে পরীক্ষার্থীদের পক্ষে পরীক্ষা দেয়ায়।

জগন্নাথ কলেজ দেশের অন্যতম সেরা উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি যুদ্ধে টেকে না তাদের জন্য রাজধানীর অন্যতম অবলম্বন এ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি। কিন্তু মেধাবী ছাত্রদের সে আশা অনেকাংশে ভেস্তে যায় ক্যাডারদের নগ্ন থাবায়। অনেক আসন ছিনিয়ে নেয় তারা অছাত্র-কুছাত্রদের জন্য। আর কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার সময় ঐসব অছাত্রই নকলের আশ্রয় নেয়, অন্যকে দিয়ে পরীক্ষা দেয়ায়। অবিলম্বে সন্ত্রাসী ক্যাডারদের অপতৎপরতা থেকে জগন্নাথ কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

কোন আবাসিক হল নেই; তারপরও জগন্নাথে ক্যাডারদের এত তৎপরতা থাকে কি করে? এ ব্যাপারে কলেজ প্রশাসন ও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

❑ *মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন*